১.১. এআইপিপি সংবিধান ও উপবিধি

(৮ সেপ্টেম্বর ২০১২ এআইপিপি'র ৬ষ্ঠ সাধারণ সভার প্রতিনিধিদের কর্তৃক অনুমোদিত)

বিধান

প্রস্তাবনা

আমরা, এশিয়ার আদিবাসী জাতিসমূহের (indigenous peoples) সংগঠন ও আন্দোলনসমূহ একে অপরের জন্য পারস্পরিক বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মধ্যে একত্রিত হয়ে; আমাদের জনগণের ইতিহাস, বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও আকাঙ্ক্ষাসমূহ বিষয়ে পারস্পরিক মতবিনিময়, আলোচনা ও গভীরভাবে বিবেচনা করে; আমাদের জন্মভূমি ও পিতৃভূমির প্রতি আমাদের অধিকার দাবী করার অঙ্গীকারকে দৃঢ়তার সাথে ঘোষণা করে; এবং আমাদের ঐতিহ্য, মূল্যবোধ ও সংস্কৃতির সাথে মানানসই পন্থায় আমাদের ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদসমূহ সুরক্ষা, সদ্ব্যাবহার ও উন্নয়ন করার জন্য আমাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার ঘোষণা করে, এই সংবিধান ও উপবিধি স্থির করি এবং ঘোষণা করি।

অনুচ্ছেদ ১. নাম

ধারা ১ : সংগঠনের নাম হবে **এশিয়া ইন্ডিজেনাস পিপল্‌স প্যাক্ট**, অত:পর ইহা এআইপিপি হিসেবে উল্লেখিত হবে।

অনুচ্ছেদ ২. কার্যালয়

ধারা ১ : এআইপিপি'র সচিবালয় সাধারণ সভা কর্তৃক সিদ্ধান্তকৃত যে কোন স্থানে অবস্থিত হবে।

অনুচ্ছেদ ৩. সিলমোহর

ধারা ১ : সংগঠনের লোগো হচ্ছে নিম্নরূপ :

AIPP
Asia Indigenous Peoples Pact

ASIA INDIGENOUS PEOPLES' PACT FOUNDATION
AIPP

লোগোতে বুনন নকশাটি এশিয়ায় আদিবাসীদের ভগিনীত্ববোধ ও ভ্রাতৃত্ববোধকে– আদিবাসীদের সংস্কৃতির আন্ত:সংযুক্ততা ও সম্প্রীতিপূর্ণ সম্পর্ক, এবং সমৃদ্ধতাকে তুলে ধরে। বুনন নকশাটিতে, 'AIPP' বর্ণসমূহ বস্তুত এআইপিপি'র অস্তিত্বের ভূমিকা ও উদ্দেশ্যকে বোঝানোর জন্য একত্রে বুনন করা হয়। এশিয়ায় আদিবাসীদের মাঝে প্রভাবশালী হয়ে, লাল রঙটি আদিবাসীদের সংগ্রামের সমষ্টিগত শক্তি ও সংহতির প্রতীকস্বরূপ হয়ে উঠে। বাম ও ডান পার্শ্বের সাদা তারকাগুলো এআইপিপি'র উপ-আঞ্চলিক গঠনসমূহকে প্রতীকায়িত করে। রঙিন 'AIPP' বর্ণসমূহ বুঝিয়ে দেয় 'প্রাণপরিবেশের মানুষ', আদিবাসী মানুষ (ecosystem peoples, indigenous peoples)।

অনুচ্ছেদ ৪. নিবন্ধন ও অনুমোদন (Registration and Accreditation)

ধারা ১ : সংগঠনটি ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ হতে সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের আওতায় একটি অ-লাভজনক, বেসরকারী সংগঠন হিসেবে থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই-এ একটি ফাউন্ডেশন (এশিয়া ইন্ডিজেনাস পিপল্স প্যাক্ট ফাউন্ডেশন) হিসেবে বৈধভাবে নিবন্ধিত হয়।

ধারা ২ : এআইপিপি ২০১২ সালের জুলাই হতে জাতিসংঘ অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদে বিশেষ পরামর্শদায়ক মর্যাদা নিয়ে একটি এনজিও হিসেবে অনুমোদিত হয়।

ধারা ৩ : এআইপিপি ২০১১ খ্রিস্টাব্দে জাতিসংঘ জলবায়ূ পরিবর্তন বিষয়ক কাঠামো কনভেনশনে (UNFCCC) এবং ২০১২ খ্রিস্টাব্দের জুলাইয়ে জাতিসংঘ বিশ্ব বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পত্তি সংগঠনে (WIPO) অনুমোদিত হয়।

অনুচ্ছেদ ৫. সংগঠনের প্রকৃতি

ধারা ১ : সংগঠনের প্রকৃতি হবে সদস্য সংগঠন ও আন্দোলনসমূহের মাঝে সংহতি ও ঐক্যকে সহায়তা, সমর্থন ও জোরদার করার জন্য এশিয়ায় আন্দোলনসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী আদিবাসী জাতিসমূহের সংগঠনগুলোর একটি আঞ্চলিক জোট।

অনুচ্ছেদ ৬. উদ্দেশ্য

ধারা ১ : এশিয়ায় আদিবাসীদের ক্ষতিগ্রস্ত করছে এমন ইস্যুসমূহ বিষয়ে সাধারণ আলোচ্যসূচী ও কর্মসূচী বিকশিতকরণের জন্য সহযোগিতা, সংহতি ও সমন্বয়কে সুসংবদ্ধ করে, আকাঙ্ক্ষা, ধারণা ও অভিজ্ঞতাসমূহ আদান-প্রদানের জন্য একটি সংগঠন হিসেবে কাজ করা।

ধারা ২ : বিভিন্ন পর্যায়ে তাদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও ইস্যুসমূহ এর প্রতি সাড়া দিতে নারী ও যুবসহ, আদিবাসী সম্প্রদায় (কমিউনিটি), সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা।

ধারা ৩ : সদস্য-সংগঠনসমূহের প্রধান ও কৌশলগত ইস্যু এবং প্রয়োজনসমূহের ভিত্তিতে কর্মসূচীসমূহ বিকশিত করা।

ধারা ৪ : সকল পর্যায়ে আদিবাসীদের যুক্তির পক্ষে কথা বলা এবং সংশ্লিষ্ট জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়াসমূহের সাথে এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান ও সংস্থাসমূহের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

ধারা ৫ : এ্যাডভোকেট ও সমর্থন-সংগঠনসমূহের সাথে যোগাযোগ, নেটওয়ার্কিং ও সমন্বয় জোরদার করা, এবং এশিয়ায় আদিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষার বাস্তবায়নের জন্য এবং সমতা, শান্তি, গণতন্ত্র ও ন্যায়-বিচার অর্জনের ক্ষেত্রে অবদান রাখতে অন্যান্য সংগঠন ও আন্দোলনসমূহকে সমর্থন করা।

অনুচ্ছেদ ৭. ভিশন, মিশন ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

ধারা ১. ভিশন : এশিয়ার আদিবাসীরা পরিপূর্ণভাবে তাদের অধিকার, স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও পরিচয়সমূহ চর্চা করছে, এবং মর্যাদা নিয়ে বসবাস করছে এবং একটি শান্তি, ন্যায়-বিচার ও সমতার পরিবেশে তাদের স্বকীয় ভবিষ্যত ও উন্নয়নের জন্য তাদের ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ জোরদার করছে।

ধারা ২. মিশন : এআইপিপি এশিয়ায় আদিবাসীদের অধিকার, সংস্কৃতি ও পরিচয়সমূহ, এবং তাদের উন্নয়ন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য তাদের টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ উন্নয়ন ও রক্ষা করতে আদিবাসীদের সংহতি, সহযোগিতা ও সামর্থ্যকে জোরদার করে।

ধারা ৩. লক্ষ্য-উদ্দেশ্য :

৩.১ আদিবাসীদের মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা উন্নয়ন ও রক্ষা করতে এবং UNDRIP ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থার আওতায় আদিবাসীদের পরিচয়, সমষ্টিগত অধিকারের আইনগত স্বীকৃতি দাবী করতে এশিয়ায় আদিবাসীদের ক্ষমতায়ন করা।

৩.২ আদিবাসী আন্দোলনসমূহ জোরদার করতে এশিয়ায় আদিবাসীদের ব্যাপকতম সংহতি ও সহযোগিতা গড়ে তোলা।

৩.৩ প্রকৃতির অখন্ডতা ও পরিবেশ এর উন্নতি বিধান করা এবং রক্ষা করা এবং আদিবাসীদের ভূমি, ভূখন্ড ও সম্পদের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ অর্জনের মাধ্যমে তাদের ঐতিহ্যগত জ্ঞান, খাদ্য সার্বভৌমত্ব ও জীববৈচিত্র্যসহ আদিবাসীদের টেকসই সম্পদ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসমূহ জোরদার করা।

৩.৪ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণের সকল পর্যায়ে আদিবাসীদের, বিশেষত আদিবাসী নারী ও যুবদের, পরিপূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব লাভ করা।

৩.৫ ন্যায়পরায়ণতা, সমতা, শান্তি, গণতন্ত্র ও ন্যায়বিচার অর্জনের উদ্দেশ্যে অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের সাথে সংহতি ও সহযোগিতা জোরদার করা।

অনুচ্ছেদ ৮. সদস্যপদ

ধারা ১. এশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত আদিবাসী নারী ও যুবদের সংগঠন এবং জাতিভিত্তিক সংগঠনসমূহসহ সকল আদিবাসী সংগঠন ও আন্দোলনসমূহ যারা এআইপিপি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি একমত পোষণ করেন তাদের সকলের জন্য এআইপিপি'র সদস্যপদ উন্মুক্ত।

ধারা ২. এআইপিপি'র সদস্য হতে ইচ্ছুক সংগঠন ও আন্দোলনসমূহের জন্য আবেদন ফরমটি পূরণ করা এবং নির্বাহী পরিষদকে সংগঠনটি সম্পর্কে তথ্য প্রদান করা আবশ্যকীয়। সাধারণ সভা কর্তৃক একজন প্রার্থী সদস্য নির্ধারণ করা হবে এবং চুড়ান্ত অনুমোদন করা হবে।

ধারা ৩. সংগঠন বা আন্দোলনের স্তর অনুযায়ী তিনটি ক্যাটাগরির ভিত্তিতে সদস্যপদ নির্ধারিত হয়:

- স্থানীয় ক্যাটাগরি (স্থানীয় বা কমিউনিটি সংগঠন বা আন্দোলন)।
- ট্রাইবাল ক্যাটাগরি (রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক স্তরের সংগঠন/আন্দোলন)।
- জাতীয় ক্যাটাগরি (জাতীয় স্তরের সংগঠন/আন্দোলন)।

ধারা ৪. সংগঠনের সংহতির জন্য ব্যাবস্থাপনা ও প্রয়োজনসমূহ, ভৌগলিক ভারসাম্য এবং নারী ও যুব সংগঠনের সদস্যপদ এর প্রতি সার্বিক বিবেচনা থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ ৯. সংগঠনসমূহের নেটওয়ার্ক

ধারা ১. এআইপিপিও একটি নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে এবং অন্যান্য আদিবাসী সংগঠনসমূহের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবে, যে সংগঠনগুলো এআইপিপি'র নেটওয়ার্কের অংশ হতে ইচ্ছা পোষণ করতে পারে কিন্তু সদস্য হিসেবে যোগ নাও দিতে পারে। যোগাযোগের এরূপ নেটওয়ার্ককে এআইপিপি'র প্রকল্প অংশীদার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে কর্মসূচী ও কর্মকান্ডসমূহে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণও করা হতে পারে এবং এরূপ নেটওয়ার্ক নিয়মিত হালনাগাদ খবর ও প্রকাশনা পেতে পারে।

ধারা ২. এআইপিপি, ইহার সাধারণ কর্মসূচী, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মোতাবেক প্রধান উন্নয়নসমূহের হালনাগাদ, স্ব স্ব উপ-অঞ্চলের অগ্রগণ্য ইস্যু ও গুরুত্বপর্ণ বিষয়সমূহ, কর্মসূচী ও পরিকল্পনা প্রণয়নের পর্যালোচনা, সমন্বিত কর্মব্যবস্থা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের উপর পরামর্শের জন্য সাধারণ সভার মধ্যবর্তী সময়ে সদস্য, অংশীদার ও নেটওয়ার্ক অধিভুক্তদের উপ-আঞ্চলিক সভা আহ্বান করবে।

অনুচ্ছেদ ১০. সাধারণ সভা

ধারা ১. সাধারণ সভা তাদের যথাযথভাবে নিযুক্ত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে এআইপিপি'র সকল সদস্যদের নিয়ে গঠিত হবে।

ধারা ২. সাধারণ সভা হচ্ছে সংগঠনের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণের সর্বোচ্চ সংস্থা।

ধারা ৩. সাধারণ সভায় সকল সিদ্ধান্ত সদস্য-সংগঠনসমূহ থেকে আগত প্রতিনিধিদের মাঝে ঐকমত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করা হবে।

ধারা ৪. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক প্রতি চার বছর অন্তর সাধারণ সভা আহ্বান করা হবে।

ধারা ৫. সাধারণ সভা নির্বাহী পরিষদ গঠন করবে।

অনুচ্ছেদ ১১. ফাউন্ডেশন বোর্ড

ধারা ১. এআইপিপি ফাউন্ডেশনের বোর্ড সদস্যমন্ডলী গঠন করা হবে আইন দ্বারা নির্দেশিত আমন্ত্রণকারী (host) দেশের নাগরিকদের নিয়ে এবং যারা আদিবাসীদের প্রতি সমর্থন প্রদর্শন করেছেন এবং এআইপিপি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের জন্য এবং এআইপিপি'র বিগত চেয়ারপার্সন ও সেক্রেটারি জেনারেলদের মধ্য থেকে।

ধারা ২. বোর্ডের সদস্যমন্ডলী গঠন করা হবে নিম্নোক্তদের নিয়ে : সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক ও অধ্যক্ষ যারা হোস্ট দেশের নাগরিক, এবং অন্যান্য বোর্ড সদস্য।

অনুচ্ছেদ ১২. নির্বাহী পরিষদ

ধারা ১. সাধারণ সভার মধ্যবর্তী সময়কালে নির্বাহী পরিষদ হবে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী সংস্থা।

ধারা ২. নির্বাহী পরিষদ গঠিত হবে :

- স্ব স্ব উপ-অঞ্চলে সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হওয়া এআইপিপি'র প্রতিটি সম্মত উপ-আঞ্চলিক দল থেকে যথাযথভাবে নির্বাচিত নেতৃবৃন্দদের নিয়ে;
- চেয়ারপার্সন ও সেক্রেটারি জেনারেল সাধারণ সভা কর্তৃক সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হবেন;
- যুব ও নারী প্রতিনিধিরা একজন প্রতিনিধি মনোনীত করবেন এবং প্রত্যেকে সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হবেন; এবং
- সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাহী পরিষদে গঠন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভারসাম্য বিবেচনায় আনা হবে।

ধারা ৩. সাধারণ সভার মধ্যবর্তী সময়কাল এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের মেয়াদ হবে চার (৪) বছর। নির্বাহী পরিষদের জন্য সর্বোচ্চ মেয়াদ সংখ্যা হবে পর পর দুই কার্যকাল।

অনুচ্ছেদ ১৩. সচিবালয়

ধারা ১. নির্বাহী পরিষদ, এআইপিপি সদস্য, অংশীদার ও নেটওয়ার্ক এর সাথে ঘনিষ্ট সহযোগিতা ও সমন্বয়ে সেক্রেটারি জেনারেল এর তত্ত্বাবধানে, সচিবালয় সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদন অনুসারে এআইপিপি'র কর্মসূচী ও কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবে।

ধারা ২. সচিবালয় এশিয়ার আদিবাসী ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হবে এবং সম্পাদনীয় (to be performed) কাজ অনুসারে যোগ্যতার অধিকারী হবে।

ধারা ৩. সচিবালয়ের তত্ত্বাবধান ও ব্যবস্থাপনা কাজে এবং সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড ও লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে নির্বাহী পরিষদের পরামর্শক্রমে সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক একজন ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগ করা হবে।

ধারা ৪. সচিবালয়ের সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাহী পরিষদের নিকট দায়ী থাকবে।

অনুচ্ছেদ ১৪. সংশোধন

ধারা ১. সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ (২/৩) ভোটে সংবিধান ও উপবিধি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে সংশোধিত, বাতিল বা পরিবর্তিত হতে পারবে।

এশিয়া ইন্ডিজেনাস পিপল্‌স প্যাক্ট এর উপবিধি

অনুচ্ছেদ ১. সদস্যদের চাঁদা, অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা

ধারা ১. এআইপিপি'র সদস্য হতে ইচ্ছুক সংগঠন ও আন্দোলনসমূহকে নির্বাহী পরিষদের বরাবরে আবেদন ফরম পূরণ করতে হবে এবং সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করতে হবে এবং নির্বাহী পরিষদ প্রার্থী সদস্য হিসেবে আবেদন এর উপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নির্ধারিত দেশসমূহে যেখানে বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে জাতিসমূহের সংগঠন/আন্দোলনসমূহ অস্তিত্বহীন, সেখানে আদিবাসীদের নেতৃত্বাধীন বা পরিচালিত এনজিওসমূহের প্রতি সদস্যপদের জন্য বিবেচনা সম্প্রসারিত করতে হবে। সদস্যপদের চূড়ান্ত অনুমোদন সাধারণ সভা কর্তৃক সম্পন্ন হবে।

ধারা ২. সদস্যদেরকে বার্ষিক সদস্য চাঁদা প্রদান করতে হবে, যার পরিমাণ নিম্নোক্তভাবে সদস্যদের ক্যাটাগরির উপর নির্ভরশীল :

- ইউএস ডলার ২০: স্থানীয় ক্যাটাগরি (স্থানীয় বা কমিউনিটি সংগঠন/আন্দোলন)।
- ইউএস ডলার ৩৫: অঞ্চল-ভিত্তিক ক্যাটাগরি (রাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক পর্যায়ের সংগঠন/আন্দোলন)।
- ইউএস ডলার ৫০: জাতীয় ক্যাটাগরি (জাতীয় পর্যায়ের সংগঠন/আন্দোলন)।

ধারা ৩. সুপ্রতিষ্ঠিত সদস্যদের নিম্নোক্ত অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা থাকবে :

ক. একজন সদস্য এআইপিপি'র সংবিধান ও উপবিধি এবং নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিজেকে পরিচালনার জন্য সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত হতে পারেন। উপ-অঞ্চলে স্ব স্ব সদস্যদের পরামর্শক্রমে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তকরণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। সাধারণ সভা কর্তৃক চুড়ান্ত বরখাস্তকরণ নির্ধারণ করা হবে।

নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত সদস্যদের নিষ্ক্রিয় সদস্য হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করতে পারেন, যদি তারা অন্তত দুই বছর যাবৎ আঞ্চলিক সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ না রাখেন এবং এআইপিপি'র কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ না করেন। সচিবালয় তাদেরকে কারণ দর্শানো পত্র দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেবে। যে কোন সদস্যের নিষ্ক্রিয় অবস্থা সাধারণ সভা কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে এবং যে কোন সদস্যের বরখাস্তকরণের বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সংস্থা থাকবে। যে কোন বরখাস্ত হওয়া সদস্য নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে সদস্যপদ নবায়নের জন্য পূন:আবেদন করতে পারবে।

খ. সদস্যদের এআইপিপি'র কাজের উপর মতামত তুলে ধরার এবং সংগঠন (AIPP) ও সাধারণভাবে আদিবাসী যুক্তি ও সংগ্রাম সম্পর্কিত যে কোন ব্যাপার নির্বাহী পরিষদ ও সাধারণ সভার মনোযোগে আনার অধিকার রয়েছে।

গ. সদস্যদের এআইপিপি'র কর্মসূচী ও কর্মকান্ড এর পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন সম্পর্কে পরামর্শ ও তত্ত্বাবধানের জন্য এআইপিপি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কর্মসূচী কমিটি ও অন্যান্য সমন্বয়কারী মেকানিজমসমূহের অংশ হওয়ার অধিকার রয়েছে।

ঘ. নিশ্চিত বিবেচনা ও তহবিলের লভ্যতা অথবা সুনির্দিষ্ট কর্মকান্ড/কর্মসূচীর জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট সাপেক্ষে, জাতীয়, আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে এআইপিপি'র সকল কর্মকান্ড ও কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করতে সদস্যদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

ঙ. যথাযথ ক্ষেত্রে কর্মসূচী ও প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তহবিল সহযোগিতার সাথে প্রত্যক্ষ অংশীদারিত্বের জন্য সদস্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে।

চ. নির্বাহী পরিষদ, আঞ্চলিক সচিবালয় এর সামর্থ্য এবং তহবিল ও সম্পদ এর লভ্যতা সাপেক্ষে সদস্যদেরকে বিভিন্ন ধরনের প্রত্যক্ষ এবং অথবা পরোক্ষ সাহায্য ও সহায়তা গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করা হয়, যেমন সদস্য-সংগঠনসমূহের অগ্রগণ্য/জরুরী ইস্যুসমূহের প্রতি কারিগরী, লজিস্টিক্যাল ও আর্থিক সাহায্য।

ছ. সদস্যদেরকে, বিনিময়, মূল বিষয় শনাক্তকরণ, আদিবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ এর জন্য মেকানিজম হিসেবে এআইপিপি'র উপ-আঞ্চলিক সভাসমূহে অংশগ্রহণ করার; আঞ্চলিক সচিবালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত এআইপিপি'র কর্মকান্ডসমূহের উপর ফিডব্যাক ও মন্তব্য সরবরাহ করার; এবং সাংগঠনিক জোরদারকরণ, যেমন সমন্বয় ও যোগাযোগ ইত্যাদির মেকানিজম এর জন্য এআইপিপি কর্মসূচী, প্রধান কর্মকান্ড ও অন্যান্য কর্মকান্ড চিহ্নিতকরণ এর জন্য ইনপুট সরবরাহ করার অধিকার প্রদান করা হয়।

জ. সদস্যদেরকে তাদের সংগঠন, মতামত প্রকাশ, মন্তব্য, এআইপিপি কর্মকান্ডে, কর্মসূচীতে ও কাজে ফিডব্যাক ও ইনপুট বিষয়ে সর্বশেষ অবস্থা সম্পর্কে আদান-প্রদানের জন্য একটি চ্যানেল হিসেবে এআইপিপি সদস্যদের listserv-এ সংশ্লিষ্ট তথ্য গ্রহণ ও প্রেরণ করার অধিকার প্রদান করা হয়।

ঝ. সদস্যদেরকে সকল এআইপিপি প্রকাশনা ও অন্যান্য সামগ্রী গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করা হয়।

ঞ. সদস্যদেরকে, এআইপিপি'র আর্থিক প্রতিবেদন, প্রস্তাবাবলী এবং অনুরোধ সাপেক্ষে সচিবালয়ের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দলিলাদিসহ, নির্বাহী পরিষদ সভার কার্যবিবরণী ও অন্যান্য সংগঠন সংক্রান্ত দলিলাদি গ্রহণ করার অধিকার প্রদান করা হয়।

ট. সদস্যদেরকে, এআইপিপি কর্মকান্ড ও কর্মসূচী, অন্যান্যদের মাঝে সাংগঠনিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কিত যে কোন ব্যাপারে আঞ্চলিক সচিবালয়, নির্বাহী পরিষদ সদস্য, সেক্রেটারি জেনারেল এর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করার অধিকার প্রদান করা হয়।

ঠ. সদস্যদেরকে নির্দেশনাবলীর ভিত্তিতে এআইপিপি'র নতুন সদস্যদের সত্যায়িত করার অধিকার প্রদান করা হয়।

ড. সদস্যদেরকে সচিবালয়ে কোন স্টাফ পদের জন্য প্রার্থী মনোনয়ন করার এবং অথবা সত্যায়িত করার অধিকার প্রদান করা হয়।

ধারা ৪. সদস্যদের নিম্নোক্ত দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ থাকবে :

ক. সদস্যরা এআইপিপি সচিবালয় ও নির্বাহী পরিষদ এর সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা, এবং সাংগঠনিক উন্নয়ন বিষয়ক আপডেট উপস্থাপন করা এবং এআইপিপি'র তথ্য আদান-প্রদান ও জ্ঞান অর্জন জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট ও তাদের কর্মকান্ড আদান-প্রদান করার দায়িত্ব বহন করবে।

খ. সদস্যরা এআইপিপি'র কর্মসূচী ও কর্মকান্ডে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণ করতে, এবং সকল নির্ধারিত সদস্য চাঁদা প্রদান বিষয়ে, এআইপিপি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অগ্রগতিসাধনে সহায়তা করবে।

গ. সদস্যরা যারা কর্মসূচী বা প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এআইপিপি'র অংশীদার, তারা সদস্যবৃন্দ ও এআইপিপি'র মধ্যে স্বাক্ষরিত MoU বা TOR অনুসারে প্রকল্প (সমূহ) বাস্তবায়ন করবে।

ঘ. সদস্যরা সাধারণ সভায় যেমন আর্থিক নীতি ও লিঙ্গ নীতি বিষয়ে সম্মত এআইপিপি'র নীতিমালা ও নির্দেশাবলী মেনে চলবে।

ঙ. সদস্যরা এআইপিপি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সমন্বয়কারী মেকানিজম যেমন আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রক্রিয়া, সংস্থা ও মেকানিজমসমূহের জন্য কর্মসূচী কমিটি ও সমন্বয়কারী কমিটিসমূহের অংশ হিসেবে তাদের কাজ সম্পন্ন করবে।

ধারা ৫. একটি সংগঠন বা আন্দোলনের সদস্যপদ বরখাস্ত বা বিরত করা হবে নিম্নোক্ত কারণে :

ক. একজন সদস্যকে এআইপিপি'র সংবিধান ও উপবিধি, এবং নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিজেকে পরিচালনা করার কারণে সদস্যপদ থেকে বরখাস্ত করা হতে পারে। উপ-অঞ্চলে স্ব স্ব সদস্যদের পরামর্শক্রমে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সাময়িক বরখাস্তকরণ ব্যবস্থা জারী করা হবে। সাধারণ সভা কর্তৃক চুড়ান্ত বরখাস্তকরণ নির্ধারণ করা হবে।

নির্বাহী পরিষদ নির্ধারিত সদস্যদের নিষ্ক্রিয় সদস্য হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করতে পারেন, যদি তারা অন্তত দুই বছর যাবৎ আঞ্চলিক সচিবালয়ের সাথে যোগাযোগ না রাখেন এবং এআইপিপি'র কোন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ না করেন। সচিবালয় তাদেরকে কারণ দর্শানো পত্র দিয়ে বিজ্ঞপ্তি দেবে। যে কোন সদস্যের নিষ্ক্রিয় অবস্থা সাধারণ সভা কর্তৃক পর্যালোচনা করা হবে এবং যে কোন সদস্যের বরখাস্তকরণের বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সংস্থা থাকবে। যে কোন বরখাস্ত হওয়া সদস্য নির্বাহী পরিষদের মাধ্যমে সদস্যপদ নবায়নের জন্য পূন:আবেদন করতে পারবে।

খ. একজন সদস্য তার সদস্য হওয়া থেকে বিরত হবে যদি সংগঠন বা আন্দোলনটি এআইপিপি থেকে সরে আসে।

অনুচ্ছেদ ২. সাধারণ সভা (General Assembly) : সভা ও কর্তব্যসমূহ

ধারা ১. সকল সদস্যকে অন্তত ৬০ দিনের নোটিশে সাধারণ সভা এর সভা আহ্বান করা হবে।

ধারা ২. সাধারণ সভার জন্য কোরাম হবে সাধারণ সভায় আমন্ত্রিত অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ প্রতিনিধি। কোরামের অভাবের কারণে মূলতবিকরণের ক্ষেত্রে, একটি মুলতবিকৃত সভার জন্য কোন কোরাম এর প্রয়োজন হবে না।

ধারা ৩. সাধারণ সভার সদস্যদের কর্তব্যসমূহ হবে নিম্নরূপ :

ক. এশিয়ায় আদিবাসীদের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা, এবং সাধারণ কর্মসূচী, কৌশলসমূহ, নীতিমালা ও সিদ্ধান্তবলী (resolutions) ও এআইপিপি'র কর্মপরিকল্পনা আলোচনা ও অনুমোদন করা।

খ. নির্বাহী পরিষদ গঠন করা এবং সেক্রেটারি জেনারেল ও চেয়ারপার্সন নিয়োগ করা।

গ. পর্যালোচনাধীন সময়কালের জন্য নির্বাহী পরিষদের প্রতিবেদন এবং হিসাবের বিবরণ গ্রহণ করা।

ঘ. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক সত্যায়িত প্রার্থী সদস্যদের নিয়মিত সদস্যপদ অনুমোদন করা।

ঙ. সংগঠনের সুষ্ঠু কাজের জন্য সাংগঠনিক কাঠামো, মেকানিজম ও প্রক্রিয়াসমূহ বিষয়ে পর্যালোচনা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

চ. যথাযথ ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদ ও সেক্রেটারি জেনারেলকে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা।

ছ. সদস্যদের কর্তৃক সাধারণ সভার গোচরে আনিত যে কোন ব্যাপারে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

জ. এআইপিপি ফাউন্ডেশনের বোর্ড সদস্যদের অনুমোদন দেয়া।

ঝ. এআইপিপি'র সংবিধান ও উপবিধি সংশোধন ও অনুমোদন করা।

অনুচ্ছেদ ৩. ফাউন্ডেশন বোর্ড : সভা ও কর্তব্য

ধারা ১. বোর্ড বছরে অন্তত একবার মিলিত হবে।

ধারা ২. বোর্ড সদস্যদের কর্তব্যসমূহ হবে নিম্নরূপ :

ক. বোর্ড সদস্যরা সচিবালয়ের আর্থিক ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান ও দেখাশোনা করবে এবং অর্থসংক্রান্ত নিরীক্ষণকৃত প্রতিবেদন পর্যালোচনা করবে।

খ. বোর্ড সদস্যরা এআইপিপি'র আইনগত নিবন্ধন বিষয়ে এবং নির্বাহী পরিষদ এর অনুরোধ অনুযায়ী প্রয়োজনসমূহ সম্পর্কিত ব্যাপারে নির্বাহী পরিষদ ও সচিবালয়কে পরামর্শ প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ৪. নির্বাহী পরিষদ : সভা, গঠন ও কর্তব্য

ধারা ১. নির্বাহী পরিষদ সাধারণ সভা (General Assembly) এর সভার মধ্যে প্রত্যেক বছর অথবা কমপক্ষে দুইবার মিলিত হবে।

ধারা ২. নির্বাহী পরিষদের সভার কোরামের জন্য ইহার সদস্যদের অন্তত দুই-তৃতীয়াংশ থাকতে হবে। কোরামের অভাবের কারণে মূলতবিকরণের ক্ষেত্রে, একটি মুলতবিকৃত সভার জন্য কোন কোরাম এর প্রয়োজন হবে না।

ধারা ৩. সেক্রেটারি জেনারেল, অন্যূন ৩০ দিনের নোটিশে চেয়ারপার্সনের পরামর্শক্রমে, নির্বাহী পরিষদের সভা আহ্বান করবে।

ধারা ৪. নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের মনোনয়ন ও নির্বাচন নিম্নোক্ত মানদন্ড বা যোগ্যতার দ্বারা নির্দেশিত হবে :

ক. এআইপিপি'র কোন সদস্য সংগঠনের একজন সক্রিয় নেতা বা সদস্য হতে হবে।

খ. একটি সংগঠন এবং ইহার কর্মসূচী হিসেবে এআইপিপি বিষয়ে মৌলিক জ্ঞান থাকতে হবে।

গ. নির্বাহী পরিষদের সদস্য হওয়ার জন্য তার সংগঠনের সমর্থন বা অনুমোদন থাকতে হবে।

ঘ. তার সংগঠনে বা আদিবাসী আন্দোলনে চারিত্রিক অখন্ডতা ও কৃতিত্বের ভালো ট্র্যাক রেকর্ড থাকতে হবে।

ঙ. আদিবাসীদের অধিকার, ইস্যু ও কল্যাণের জন্য সহযোগিতা ও কাজ করতে বলিষ্ট অঙ্গীকার থাকতে হবে।

চ. এআইপিপিতে আংশিক বা পূর্ণ সময় নিয়ে কাজ করাসহ, নির্বাহী পরিষদের সদস্য হিসেবে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পাদনে সময় ও অঙ্গীকার থাকতে হবে।

ধারা ৫. নির্বাহী পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন যুব ও বয়স্কদের অন্তর্ভুক্ত করতে লিঙ্গ ভারসাম্য ও বয়সের স্তরের প্রতি যথাযথ বিবেচনা প্রদান করবে।

ধারা ৬. নির্বাহী পরিষদের সদস্যরা হবেন নিম্নে নির্দেশিত প্রত্যেক উপ-অঞ্চলে সদস্যদের কর্তৃক এবং প্রতি উপ-অঞ্চলে নির্বাহী পরিষদ প্রতিনিধি/প্রতিনিধিদের সংখ্যা দিয়ে উপ-আঞ্চলিক প্রতিনিধিদের নির্বাচনের মাধ্যমে :

ক্র: নং:	চারটি উপ-আঞ্চলিক দল	সদস্য সংখ্যা	নির্বাহী পরিষদের সংখ্যা
১.	পূর্ব এশিয়া : জাপান, রুকিউস (Rukyus) ও তাইওয়ান/চীন	৬	১
২.	দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া : ফিলিপাইন, তিমুর লেসটি, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া	৭	২
৩.	মেকং : ভিয়েতনাম, লাউস, ক্যাম্বোডিয়া, থাইল্যান্ড ও বার্মা/মায়ানমার	১৩	২
৪.	দক্ষিণ এশিয়া : নেপাল, ভারতের মূল ভূখন্ড, বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব ভারত	১৭	৩
	আংশিক মোট		৮
৫.	চেয়ারপার্সন ও সেক্রেটারি জেনারেল, সাধারণ সভা কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে		২
৬.	নারী ও যুব		২
	মোট	৪৩	১২

ধারা ৭. নারী ও যুব প্রতিনিধিগণ তাদের স্ব স্ব নারী ও যুব প্রতিনিধিদের দ্বারা মনোনীত হবেন এবং সাধারণ সভা কর্তৃক অনুমোদিত হবেন।

ধারা ৮. সেক্রেটারি জেনারেল ও চেয়ারপার্সন সাধারণ সভা কর্তৃক নির্বাচিত হবেন।

ধারা ৯. এআইপিপি'র চেয়ারপার্সনের মনোনয়ন ও নির্বাচন নিম্নোক্ত মানদন্ড ও যোগ্যতা দ্বারা নির্দেশিত হবে :

ক. কোন সদস্য সংগঠনে সক্রিয় নেতা এবং আদিবাসীদের প্রতি প্রতিপাদনযোগ্য অঙ্গীকার।

খ. অন্তত ৩ বছর যাবৎ এআইপিপি'র কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

গ. আদিবাসীদের জন্য এবং আদিবাসীদের সাথে কাজের ক্ষেত্রে চারিত্রিক অখন্ডতার (integrity) ভালো ট্র্যাক রেকর্ড।

ঘ. আদিবাসীদের ইস্যু ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং জাতীয়, আঞ্চলিক ও বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ঙ. অন্তত স্থানীয়, জাতীয় ও আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আদিবাসী অধিকারের ইস্যু ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সম্পর্কে গভীর জ্ঞান।

চ. এআইপিপি'র জন্য বিশেষত খন্ডকালীন (অন্তত ১০ দিন/মাস) বা পূর্ণকালীন হিসেবে কাজ করতে চেয়ারপার্সন হিসেবে কাজসমূহ সম্পাদনের জন্য সময় ও দক্ষতা রয়েছে।

ধারা ১০. এআইপিপি'র সেক্রেটারি জেনারেল এর মনোনয়ন ও নির্বাচন নিম্নোক্ত মানদন্ড ও যোগ্যতা দ্বারা নির্দেশিত হবে :

ক. কোন সদস্য সংগঠনে সক্রিয় নেতা এবং আদিবাসীদের প্রতি প্রতিপাদনযোগ্য অঙ্গীকার।

খ. অন্তত ৩ বছর যাবৎ এআইপিপি'র কর্মকান্ডে সক্রিয়ভাবে জড়িত।

গ. আদিবাসীদের জন্য এবং আদিবাসীদের সাথে কাজের ক্ষেত্রে চারিত্রিক অখন্ডতার (integrity) ভালো রেকর্ড।

ঘ. আদিবাসীদের ইস্যু ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ লিখন ও সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরার ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং আন্তর্জাতিকসহ বিভিন্ন পর্যায়ে এ্যাডভোকেসি ও নেটওয়ার্কিং কাজে অন্তত ৩ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ঙ. প্রস্তাবনা লিখন ও তহবিল বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দক্ষতা।

চ. তৃণমূল পর্যায়ে আদিবাসীদের সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং আদিবাসী ইস্যু বিষয়ে আঞ্চলিক এবং অথবা আন্তর্জাতিক কাজের সাথে অভিজ্ঞতা বা পরিচিতি।

ছ. নেতৃত্ব দক্ষতা এবং সমন্বয়, নেটওয়ার্কিং ও এ্যাডভোকেসি বিষয়ে দক্ষতা।

জ. সচিবালয়ের সাথে পূর্ণকালীন হিসেবে কাজ করার প্রতি বলিষ্ট অঙ্গীকার ও ইচ্ছা।

ধারা ১১. সচিবালয় এক্স-অফিসিও সদস্য (ভোট বিহীন সদস্য) হিসেবে নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্য হওয়ার জন্য এআইপিপি স্টাফদের মধ্য থেকে একজন সদস্যকে মনোনয়ন দেবে।

ধারা ১২. নির্বাহী পরিষদ ত্যাগকারী সদস্যের ক্ষেত্রে, দ্রুততম সম্ভবপর সময়ে উপ-অঞ্চলের জন্য একজন নতুন নির্বাহী পরিষদ সদস্য নির্বাহী পরিষদে মনোনয়ন দিতে চেয়ারপার্সনের মাধ্যমে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক উপ-অঞ্চলের সদস্যদেরকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। অস্বাভাবিক পরিস্থিতির ক্ষেত্রে, যেখানে সদস্যদের থেকে কোন ঐকমত্য নেই, সেখানে নির্বাহী পরিষদ পরামর্শ, সমন্বয় ও যোগাযোগের জন্য উপ-অঞ্চল থেকে একজন ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিষদ সদস্য নিযুক্ত করবে, যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাহী পরিষদ সদস্য পুন:স্থাপনের জন্য ঐকমত্য অর্জনে পরিস্থিতি সহায়ক হয়ে উঠে।

ধারা ১৩. কোন নির্বাহী পরিষদ সদস্যের অবস্থান শ্রেণীভুক্ত করার বিশেষ অধিকার নির্বাহী পরিষদের থাকবে, যদি সেই সদস্য কোন প্রতিপাদনযোগ্য কারণ ব্যতিরেকে পর পর দুই বারের নির্বাহী পরিষদ সভায় যোগাযোগ বজায় রাখতে বা অংশগ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়। এরূপ পরিস্থিতিতে, নির্বাহী পরিষদ উপ-অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে তাদের মতামত ও সুপারিশ চেয়ে নিষ্ক্রিয় নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করবে। প্রতিস্থাপনের কোন প্রয়োজন ক্ষেত্রে, উপ-অঞ্চলের সংশ্লিষ্ট সদস্যরা, ৬ মাসের মধ্যে অথবা সময় অনুকূল থাকলে নির্বাহী পরিষদ সভার পূর্বে, অথবা ইহার উপ-আঞ্চলিক সভার সময় বাছাই করে প্রতিস্থাপনের জন্য, একজন নতুন নির্বাহী পরিষদ সদস্য মনোনয়ন দেবে। যদি উপ-অঞ্চলের সদস্যরা মনোনয়ন দিতে বা উপরে সুনির্দিষ্ট উল্লেখ অনুযায়ী ঐকমত্যে পৌঁছতে অক্ষম হন, তাহলে নির্বাহী পরিষদ অবশিষ্ট মেয়াদে কাজ করতে সংশ্লিষ্ট উপ-অঞ্চলের জন্য একজন ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিষদ সদস্য নিযুক্ত করবে।

ধারা ১৪. যদি নির্বাহী পরিষদের কোন সদস্য এআইপিপি'র নীতিমালা ও নির্দেশাবলীর কোন কিছু লংঘন করেছে বলে প্রমাণিত হয়, অথবা কোন স্বার্থের দ্বন্দ্বে জড়িত হয়েছে বলে বিবেচিত হয়, তাহলে কোন সদস্য-সংগঠন চেয়ারপার্সন এর মাধ্যমে প্রতিকারমূলক পদক্ষেপ নিতে নির্বাহী পরিষদের বরাবরে সুপারিশ করতে পারবে। সাময়িক বরখাস্তকরণ থেকে নির্বাহী পরিষদের সদস্যপদ বাতিল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে এমন পদক্ষেপ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক যথাযথ প্রক্রিয়া পালন করা হবে। প্রতিস্থাপনের জন্য, ধারা ৫ এ উল্লেখিত পদক্ষেপসমূহ এই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।

ধারা ১৫. মেয়াদ সমাপ্তির পূর্বে নির্বাহী পরিষদ ত্যাগকারী সেক্রেটারি জেনারেল এর ক্ষেত্রে একজন নতুন সেক্রেটারি জেনারেল নিয়োগের জন্য সম্ভবপর সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করবে এবং বিশেষ সাধারণ সভা (EGA) আহ্বান করবে। নির্বাহী পরিষদ, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য 'ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল' হিসেবে নির্বাহী পরিষদের একজন সদস্যকে নিয়োগ করতে পারে।

ধারা ১৬. নির্বাহী পরিষদের সাধারণ কাজসমূহ হবে নিম্নরূপ :

ক. সাধারণ সভার মধ্যবর্তী সময়ে নির্বাহী পরিষদই হবে সংগঠনের সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী সংস্থা।

খ. নির্বাহী পরিষদের প্রাথমিক কাজ হবে সাধারণ সভা কর্তৃক উল্লেখিত কাজ, নির্দেশাবলী ও ম্যান্ডেট অনুযায়ী এআইপিপি'র নির্দিষ্ট সময় অন্তর কৌশলগত পরিকল্পনা (periodic strategic plan) বাস্তবায়নসহ, এআইপিপি'র কাজকে তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনা প্রদান করা।

গ. নির্বাহী পরিষদ এআইপিপি'র সুষ্ঠু কাজের ক্ষেত্রে এবং সাংগঠনিক মূলনীতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ ব্যবহারোপযোগীকরণের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ও আবশ্যকীয় যথাযথ নীতিমালা ও নির্দেশাবলী সূত্রবদ্ধ করবে।

ঘ. নির্বাহী পরিষদ, এআইপিপি'র কাজ এর নির্দিষ্ট সময় অন্তর যাচাইকরণ কাজ পরিচালনাসহ, সদস্যদের নিকট থেকে এআইপিপি'র কাজ সম্পর্কে প্রস্তাব, মন্তব্য, সুপারিশমালা ও অন্যান্য বিষয়সমূহ গ্রহণ করবে এবং সে বিষয়ে কাজ করবে।

ঙ. নির্বাহী পরিষদ, এআইপিপি'র কর্মসূচী ও কর্মকান্ড সহায়তা করার জন্য সম্পদ-পরিচালনাসহ কর্মসূচী কৌশল ও বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সুপারিশমালা তুলে ধরতে সেক্রেটারি জেনারেলকে অধিকার প্রদান করবে।

চ. নির্বাহী পরিষদ সাধারণ সভার কাজ ও ম্যান্ডেট সম্পর্কে সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক গৃহীত কাজের প্রতিবেদন গ্রহণ ও পর্যালোচনা করবে।

ছ. নির্বাহী পরিষদ সচিবালয় থেকে সহায়তা নিয়ে নির্বাহী পরিষদের প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণসহ, প্রস্তুতি ও সাধারণ সভা আয়োজনের জন্য দায়ী থাকবে।

জ. নির্বাহী পরিষদ বার্ষিক নিরীক্ষণকৃত আর্থিক প্রতিবেদন গ্রহণ করবে, এবং এআইপিপি'র কর্মসূচী ও কর্মকান্ডসমূহ সহায়তা করতে বার্ষিক বাজেট অনুমোদন করবে।

ঞ. নির্বাহী পরিষদ এআইপিপি কর্মসূচীর বার্ষিক পরিকল্পনা অনুমোদন করবে।

ট. নির্বাহী পরিষদ এআইপিপি স্টাফদের জন্য নির্দেশাবলী ও নীতিমালা পর্যালোচনা করবে এবং সেক্রেটারি জেনারেল, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ও সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত সুপারিশমালা বিষয়ে কাজ করবে।

ঠ. নির্বাহী পরিষদ স্টাফ সদস্যদের কৃতিত্বের মূল্যায়ণ পর্যালোচনা করবে।

ড. নির্বাহী পরিষদ সদস্যগণ এআইপিপি কর্মসূচী কমিটির আহ্বায়ক হবেন।

ঢ. নির্বাহী পরিষদ এআইপিপি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সমর্থন ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করবে এবং একই বিষয়ে সাধারণ সভায় প্রতিবেদন প্রদান করবে।

ধারা ১৭. নির্বাহী পরিষদের প্রত্যেক সদস্যের নিম্নোক্ত কাজ ও কর্তব্য থাকবে :

ক. নিয়মিত যোগাযোগ বজায় রাখা এবং নির্বাহী পরিষদের কাজ সম্পর্কিত চিঠিপত্রের (communications) জবাব দেওয়া।

খ. নির্বাহী পরিষদের টেলি-কনফারেন্সে অংশগ্রহণ করা।

গ. নির্বাহী পরিষদের সভাসমূহে অংশগ্রহণ করা।

ঘ. সেক্রেটারি জেনারেলের পরামর্শক্রমে এবং ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ও সচিবালয়ের সহযোগিতায় তাদের স্ব স্ব উপ-অঞ্চলে উপ-আঞ্চলিক সভাসমূহের পরিচালনা আয়োজন করা ও সমন্বয় করা।

ঙ. যথাযথ ক্ষেত্রে ও অনুরোধ ক্ষেত্রে এআইপিপি'র কর্মকান্ডসমূহে অংশগ্রহণ করা।

চ. যথাযথ ক্ষেত্রে এআইপিপি'র প্রতিনিধিত্ব করা।

ছ. তাদের স্ব স্ব উপ-অঞ্চলে নেটওয়ার্কিং পরিচালনা করা এবং সাংগঠনিক জোরদারকরণে সহায়তা করা।

জ. তাদের স্ব স্ব উপ-অঞ্চলে এআইপিপি সদস্যদের সাথে পরামর্শসহ তাদের স্ব স্ব উপ-অঞ্চল থেকে আবেদনকারী সংগঠনসমূহের বৈধকরণ প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা।

ঝ. অন্তত একটি এআইপিপি কর্মসূচীর আহ্বায়ক বা সহ-আহ্বায়ক হওয়া এবং সচিবালয়ের সাথে ঘনিষ্ট সমন্বয় বজায় রাখা।

ঞ. কর্মসূচী পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের প্রতি পরামর্শ বা নেতৃত্ব প্রদান করা।

ট. প্রয়োজনীয় বা যথাযথ হলে তাদের উপ-অঞ্চল থেকে আসা স্টাফ আবেদনকারীদের সাক্ষাৎকারে সহায়তা করা।

ঠ. নির্বাহী পরিষদ কর্তৃক নিয়োজিত অন্যান্য কাজ/কাজসমূহ সম্পাদন করা।

অনুচ্ছেদ ৫. কর্মসূচী কমিটি : গঠন ও কাজ

ধারা ১. কর্মসূচী কমিটিসমূহের গঠন ও মানদন্ড এর ভিত্তি হবে নিম্নরূপ :

- সদস্য সংগঠনসমূহ কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধিবৃন্দ যাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতা, জ্ঞান রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য হওয়ার সময় আছে।
- সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী ও ইস্যুসমূহ বিষয়ে বিশেষ দক্ষতা ও জ্ঞান বিশিষ্ট এবং অথবা তাদের নিজস্ব সংগঠন, প্রতিষ্ঠান বা কমিউনিটিতে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী সম্পর্কিত ইস্যুসমূহে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নেটওয়ার্কের আদিবাসী নেতা।
- কর্মসূচী কমিটিসমূহ গঠনের ক্ষেত্রে লিঙ্গ ভারসাম্য, উপ-অঞ্চল থেকে প্রতিনিধিত্ব, লিঙ্গ ও যুবদের অংশগ্রহণ বিষয়ক একটি সার্বিক মানদন্ড প্রয়োগ করা হবে।

ধারা ২. ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিষদ, সেক্রেটারি জেনারেল ও কর্মসূচী সমন্বয়কারীর বরাবরে প্রতিস্থাপনের জন্য প্রতিপাদনযোগ্য কারণে/ভিত্তিতে বিজ্ঞপ্তি প্রদানের মাধ্যমে, সদস্য সংগঠন কর্মসূচী কমিটিসমূহে তাদের প্রতিনিধি প্রতিস্থাপন করতে পারে।

ধারা ৩. যিনি এক (১) বছর যাবৎ যোগাযোগের মধ্যে নেই অথবা কর্মসূচী কমিটির সভাসমূহে বা কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেননি এমন কোন সদস্যকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হবে এবং স্ব স্ব উপ-অঞ্চলে সদস্য সংগঠনসমূহের পরামর্শক্রমে কর্মসূচী কমিটি কর্তৃক বজ্ঞপ্তি প্রদানের পর প্রতিস্থাপন করা হবে।

ধারা ৪. যিনি এক (১) বছর যাবৎ যোগাযোগের মধ্যে নেই অথবা কর্মসূচী কমিটির সভাসমূহে অংশগ্রহণ করেননি এমন কোন আদিবাসী বিশেষজ্ঞকে নিষ্ক্রিয় হিসেবে শ্রেণীভুক্ত করা হবে এবং ভারপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিষদ ও সেক্রেটারি জেনারেল এর পরামর্শক্রমে কর্মসূচী কমিটি কর্তৃক বজ্ঞপ্তি প্রদানের পর প্রতিস্থাপন করা হবে।

ধারা ৫. এআইপিপি'র কর্মসূচী কমিটিসমূহের প্রাথমিক কাজ হবে ইহার আওতাধীন কর্মসূচী ও কর্মকান্ডসমূহ বাস্তবায়নের জন্য ভারপ্রাপ্ত স্টাফদেরকে পরামর্শ ও নির্দেশনা প্রদান করা।

ধারা ৬. কমিটিসমূহ, ইহার পূর্ববর্তী বছরের কাজ এর বাস্তবায়নের অগ্রগতি যাচাই করতে এবং আগামী বছরের জন্য পরিকল্পনা করতে দুই বছরে অন্তত একবার সভা পরিচালনা করবে।

ধারা ৭. কমিটিসমূহ, এআইপিপি সদস্য এবং সেক্রেটারি জেনারেল, ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল ও চেয়ারপার্সনের পরামর্শক্রমে, ইহার আওতাধীনে কর্মসূচী ও কর্মকান্ডসমূহের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত সম্পর্কসমূহ (contacts) থেকে প্রস্তাব, মন্তব্য, সুপারিশ ও অন্যান্য ব্যাপারসমূহ গ্রহণ করবে এবং সেগুলোকে ব্যবহার করবে।

ধারা ৮. স্ব স্ব কর্মসূচী সমন্বয়কারী থেকে সেক্রেটারি জেনারেল/ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এর সহায়তার আশ্রয়ে, স্ব স্ব কর্মসূচী কমিটিস্থ নির্বাহী পরিষদের প্রতিনিধি কর্মসূচী পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের প্রতি নির্দেশনা প্রদানের ক্ষেত্রে সক্রিয় হবে।

ধারা ৯. কর্মসূচী কমিটিতে নির্বাহী পরিষদ প্রতিনিধি পরিস্থিতি সাপেক্ষে অবস্থা বিশেষে নির্বাহী পরিষদের অন্যান্য সদস্যদেরকে তার কাজের দায়িত্ব অর্পণ করতে পারে।

ধারা ১০. কর্মসূচী কমিটি এআইপিপি'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ সমর্থন ও বাস্তবায়ন করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করবে এবং স্ব স্ব কর্মসূচী কমিটিতে পরিষদের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে ইহার কাজের অগ্রগতি বিষয়ে নির্বাহী পরিষদের নিকট প্রতিবেদন প্রদান করবে।

ধারা ১১. কোন সম্ভাব্য ঘটনার ক্ষেত্রে, কর্মসূচী কমিটিসমূহ নিষ্ক্রিয় সদস্যদের কারণে যথাযথভাবে কাজ করতে ব্যর্থ হলে, সচিবালয়, নিয়োজিত নির্বাহী পরিষদ সদস্যদের পরামর্শক্রমে সেক্রেটারি জেনারেল/ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এর মাধ্যমে কর্মসূচী কমিটির সদস্যদের পুন:স্থাপন করার পদক্ষেপের সুপারিশ করবে।

অনুচ্ছেদ ৬. শৃঙ্খলা বিধি

ধারা ১. এআইপিপি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত-নির্ধারণী প্রক্রিয়াকে সমর্থন করবে। যদি ইহার সদস্যদের মাঝে ঐকমত্য সম্ভব না হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত-নির্ধারণ হবে (এআইপিপি এর) দেশ/ভৌগলিক বিভাগ প্রতি একটি ভোটের ভিত্তিতে এবং মীমাংসিত হবে নিম্নোক্ত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে :

- ইহার ভোটের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে প্রত্যেক দেশ/ভৌগলিক বিভাগে ইহার সদস্যদের মাঝে ভোটিং পরিচালনা করা হবে। তখন (এআইপিপি এর) প্রত্যেক দেশ/ভৌগলিক বিভাগ ইহা ভোটিং অধিকার প্রয়োগ করতে সাধারণ সভায় ভোট প্রদান করবে।

অনুচ্ছেদ ৭. এআইপিপি সচিবালয়

ধারা ১. সচিবালয়ের গঠন হবে এআইপিপি'র কর্মসূচী বাস্তবায়ন ও সামর্থ্যের জন্য প্রয়োজনসমূহের ভিত্তিতে।

ধারা ২. সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাহী পরিষদ ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এর জন্য কাজ ও দায়িত্বাবলী এবং TOR নির্ধারণ করবে; এবং সেক্রেটারি জেনারেল ও নির্বাহী পরিষদ ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল এর কৃতিত্ব সম্পর্কে নিয়মিতভাবে যাচাই করবে।

ধারা ৩. সচিবালয়ের করণীয় কাজসমূহ, নির্বাহী পরিষদের অনুমোদন মোতাবেক এআইপিপি'র স্টাফ নীতিমালা ও নির্দেশাবলী-র ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে এবং সচিবালয় বা কোন নির্বাহী পরিষদ সদস্যের অনুরোধ বা সুপারিশমালার ভিত্তিতে পর্যালোচিত হবে।

ধারা ৪. সচিবালয় তত্ত্বাবধান ও অন্যান্য বিবেচনার জন্য প্রয়োজন ও আবশ্যকতাসমূহের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাকর্মিদের ভাড়া বা অন্তর্ভুক্ত করতে পারে।

ধারা ৫. এআইপিপি'র কর্তব্যসমূহ হবে নিম্নরূপ :

ক. সচিবালয় সেক্রেটারি জেনারেল এর মাধ্যমে ইহার কাজের অগ্রগতি বিষয়ে নির্বাহী পরিষদের নিকট প্রতিবেদন দেবে।

খ. সচিবালয় দাতাদের বরাবরে প্রকল্প প্রস্তাবনা, বৃত্তান্তমূলক ও অর্থসংক্রান্ত প্রতিবেদন তৈরী এবং এআইপিপি'র বার্ষিক প্রতিবেদন এর জন্য দায়ী থাকবে।

গ. সচিবালয় এআইপিপি'র নীতিমালা ও নির্দেশাবলী মেনে চলবে এবং বাস্তবায়ন করবে, এবং এআইপিপি'র সংবিধান ও উপবিধির প্রতি অনুগত থাকবে।

অনুচ্ছেদ ৮. কার্যকারিতা ও সংশোধন

ধারা ১. এই সংবিধান ও উপবিধি, সদস্যদের কর্তৃক ইহার অনুসমর্থনের উপর অবিলম্বে বলবৎ হবে।